সূরা আল্ হোমাযা-১০৪

(হিযরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এটি মক্কী সূরা এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এতে ১০টি আয়াত রয়েছে।

সূরা আল্ আস্‌রের পর সূরা আল্ হোমাযা এসেছে। যেসব জাতি ধনসম্পদ জমা করে এ সূরা তাদের জন্য এ যাবৎ বর্ণিত সতর্কবাণীসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় সতর্কবাণী। বলা হয়েছে, এ যুগের বড় মানুষ এ ধারণা করবে যে তার কাছে এত অধিক ধনসম্পদ জমা হয়ে গেছে এবং সে তার সুরক্ষায় তা বিপুলভাবে ব্যয় করছে যেন এ পৃথিবীতে সে অমরত্ব লাভ করেছে। এরপর বলা হয়েছে, সাবধান! তাকে এমন এক আগুনে ফেলে দেয়া হবে যাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং তুমি কি জান সে আগুন কী?

স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়, ক্ষুদ্র অণুতে কিভাবে আগুনকে বন্ধ করে রাখা যায়? এতে অবশ্যই সেই আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে যা এ্যাটমে বন্ধ করে রাখা হয় এবং 'হুতামা' ও এ্যাটমের মাঝে ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে। এটা সেই আগুন যা হৃদয়ে ছোবল হানবে এবং এতে ছোবল হানার জন্য একে এরূপ চ্ছম্ভসমূহে বন্ধ করে রাখা হয়েছে যাকে টেনে লম্বা করা হবে।

এসব অবস্থা মানুষ বুঝতেই পারতো না যতক্ষণ পর্যন্ত এ আণবিক যুগের অবস্থা তার কাছে দৃশ্যমান না হতো। যে আণবিক উপাদানে এ আগুন বন্ধ করে রাখা হয়েছে তা বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বে 'আমাদিন্ মুমাদ্দাদাহ্' (অর্থাৎ সুদীর্ঘ স্তম্ভ) এর আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বাড়তে থাকা অভ্যন্তরীণ চাপের দরুন তা বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। এর আগুন মানুষের শরীর পুড়িয়ে দেয়ার পূর্বে তার হৃদয়ে ছোবল হানে এবং মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হলে ঠিক এ ঘটনাই যে ঘটে সে সম্পর্কে সব বিজ্ঞানী সাক্ষী। এর আগ্নেয় পদার্থ বিস্ফোরিত হওয়ার পূর্বেই অত্যন্ত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় তরঙ্গমালা মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।

এর আরো একটি অর্থ হলো, মানব দেহের অণুতেও এক আগুন লুক্কায়িত রয়েছে। এটি যখন প্রকাশিত হবে তখন তা মানুষের হৃদয়ে ছোবল হানবে এবং একে অকেজো করে দিবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ عَشْرُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ হোমাযা-১০৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। প্রত্যেক কুৎসাকারীর (ও) দোষত্রুটি অন্বেষণকারীর[৩৪৩১] জন্য [খ]দুর্ভোগ, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ②

৩। যে ধনসম্পদ জমা করে এবং তা [গ]গুণতে থাকে[৩৪৩২]। الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ③

৪। সে ধারণা করে, নিশ্চয় তার ধনসম্পদ তাকে অমর করবে[৩৪৩৩]। يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ④

★ ৫। সাবধান! নিশ্চয় তাকে 'হুতামা'য় ছুঁড়ে ফেলা হবে[৩৪৩৪]। كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ⑤

★ ৬। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে 'হুতামা'[৩৪৩৪-ক] কী? وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑥

৭। এটা আল্লাহ্‌র জ্বালানো আগুন, نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑦

★ ৮। যা হৃদয়ে আঁছড়ে পড়বে। الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑧

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৪৯ঃ১৩; ৬৮ঃ১২ গ. ৯ঃ৩৪; ৮৯ঃ২১।

৩৪৩১। 'হুমাযা' অর্থ সেই ব্যক্তি, যে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। 'লুমাযা' অর্থ সেই ব্যক্তি, যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে (আকরাব)। পূর্ববর্তী সূরাতে দুটি মৌলিক গুণ তথা সততা ও ধৈর্যকে শান্তির উৎস বলা হয়েছে আর এ সূরাতে ঐ দুটি গুণের বিপরীত দুটি দোষের উল্লেখ করা হয়েছে যা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনা এমনি দুটি প্রধান দোষ যা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

৩৪৩২। পার্থিব ধন-সম্পদের অদম্য লোভ-লালসা মানুষকে মোহগ্রস্ত ও অন্ধ করে তোলে। অর্থলিপ্সা এবং ধন-সম্পদের উপাসনাই হলো বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সর্বনাশা বিষ।

৩৪৩৩। দুর্ভাগা কৃপণ ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ না করেই সম্পদ আহরণ করে জমাতে থাকে। ভাল কাজে খরচ না করে সঞ্চিত ধন নিয়ে সে গৌরব বোধ করে। সে মনে করে, এ ধনই তাকে অমরত্ব দান করবে, বিস্মৃতির কবল থেকে তার নামকে রক্ষা করবে এবং এ ধনের বদৌলতে তার বংশধরেরাও স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকবে। কিন্তু হায়! এরূপ ধারণা কত ভুল!

৩৪৩৪। মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশি অপমানজনক ও মর্মপীড়াদায়ক কী হতে পারে যখন সে স্বচক্ষে দেখতে পায়, যে বিষয়টিকে (অর্থাৎ ইসলামকে) সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করেছে, সে বিষয়টি তার চোখের সম্মুখে দিনদিন উন্নতি লাভ করছে এবং সমুজ্জ্বল ও সম্মানিত হয়ে উঠছে। এ মর্ম-যাতনা ও অন্তর্জালাই কুরায়েশ-নেতৃবৃন্দের হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল যখন তারা দেখছিল, ইসলামের কচি চারাটি তাদের সামনেই বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

৩৪৩৪-ক। আরবরা বলে, 'হাতামাৎহুস্ সিন্ন' বার্ধক্য তাকে ভেঙ্গে ফেলেছে (লেইন)।

★ ৯। নিশ্চয় তা তাদের বিরুদ্ধে [ক]অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে[৩৪৩৫] إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٩

১ [১০] ২৯ ★ ১০। সম্প্রসারিত স্তম্ভসমূহে[৩৪৩৫-ক]। فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝١٠ ع ১ ২৯

দেখুন ঃ ক. ৯০ঃ২১।

৩৪৩৫। আবরুদ্ধ আগুনের উত্তাপ বহুগুণ বেড়ে যায়।

৩৪৩৫-ক। 'সম্প্রসারিত স্তম্ভসমূহে' যেগুলো টেনে বিস্তৃত করা হয়েছে বলতে কু-অভ্যাস, মন্দ রীতি-নীতি, প্রচলিত কুপ্রথাসমূহকেও বুঝাতে পারে, যার দরুন অবিশ্বাসীরা উৎকৃষ্ট মানবীয় জীবন ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে নিজেদের জীবনকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

★ (এ সূরার মাঝে শেষ যুগে আবিষ্কৃত মানব বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুন মসীহ রাবে। (রাহে.) প্রণীত Revelation, Rationality, Knowledge and Truth গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)